দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 OCT 1993

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রাথমিক শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেন ঃ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির উপর দেশের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে। এই লক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পল্লী এলাকার জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে দেশের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি তিনি আহবান জানিয়েছেন।

শিক্ষিত জনশক্তিই যে কোন জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষকে তার সবরকম প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি বিকাশ ঘটায় তার মেধা ও কর্মশক্তির। শিক্ষার কল্যাণেই মানুষ সংগঠিত হয় এবং দেশ ও নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ হয়। আমাদের দেশের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার মূল কারণ শিক্ষা হারের স্বল্পতা। এর জন্য আবার দায়ী সীমিত প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রামীণ শিশুদের বেশীর ভাগই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। মূলত অসচেতনতা ও দারিদ্র্যের দরুন গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠান না। বরং ওদের জীবিকা উপার্জনের কাজকর্মে লাগিয়ে দেয়াকে তারা বেশী লাভজনক বলে মনে করেন। এজন্যই গ্রামীণ শিশুদের একটি বড় অংশ স্কুলে ভর্তি হয় না। যারা ভর্তি হয়, তাদেরও অনেকেই মাঝপথে ঝরে যায়। অনেকের মা–বাপ তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন, অনেকে নানা অসুবিধার কারণে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এটাই এদেশে শিক্ষা বিস্তারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে প্রথম থেকেই।

প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস শিশুদের প্রাথমিক স্কুলে পাঠাতে গ্রামের জনগণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গ্রামের মানুষ শিক্ষক সমাজের উপর আস্থাশীল। শিক্ষকদের কথায় শিশুদের স্কুলে পাঠাতে গ্রামের জনগণ উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আশা করা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের অনুকূলে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এখন দরকার সমন্বিত প্রচেষ্টায় এসব ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও দ্রুত রূপায়ণ। গ্রামীণ শিশুরা স্কুলে ভর্তি হয়েছে কিনা, তারা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট লোক থাকা দরকার। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষক, উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে গঠিত শিক্ষা ব্রিগেডের উপর এই দায়িত্ব দেয়া হলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ এবং অর্থ বরাদ্দ করলেই চলবে না, কাজের সুষ্ঠু তদারকি এবং অগ্রগতির নিয়মিত মূল্যায়নও দরকার। দেশ ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষিতের হার বাড়াতে হবে।